ঝিনাইদহের আলোচিত হিজড়া কারিশমা হত্যার মূলরহস্য তিন মাসেও উদঘাটন হয়নি

ঝিনাইদহের আলোচিত হিজড়া কারিশমা হত্যার ঘটনায় প্রায় তিন মাস পেরিয়ে গেলেও মূলরহস্য উদঘাটন না হওয়ায় হতাশায় দিন কাটাচ্ছে তার স্বজনরা। গত ৯ সেপ্টেম্বর সকালে সদর উপজেলার উদয়পুর গ্রামে নিজ ঘর থেকে কারিশমা (৪০) নামে তৃতীয় লিঙ্গের (হিজড়া) এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। কারিশমা সদর উপজেলার কাশিমপুর গ্রামের মৃত সুলতান আলীর সন্তান।
কারিশমার বড় ভাই নুরুন্নবী বলেন, উদয়পুর গ্রামে ওই বাড়িতে কারিশমা একাই থাকতো। সম্প্রতি অন্যত্র বাড়ি তৈরী করায় শহরের টার্মিনাল এলাকার কাজল নামের এক ব্যক্তির কাছে তিনি বাড়িটি বিক্রি করার জন্য বায়না করে। বুধবার দুপুরে ওই বাড়িতে ক্রেতারা গেলে তার নিজ ঘরে লাশ দেখতে পায়।

তিনি আরও অভিযোগ করেন, বিছানায় বসা অবস্থায় ফ্যানের সাথে ঝুলতে দেখা যায় কারিশমার মৃতদেহ। টাকা ও গহনার কারণে কে বা কারা তাকে নির্মমভাবে এই হত্যাকান্ড ঘটিয়েছে। তিনি তদন্ত স্বাপেক্ষে কারিশমা হত্যার মূল রহস্য উদঘাটন ও সুষ্ঠু বিচার দাবি করেন। কারিশমার ভাই শরাফত হোসেন অভিযোগ করেন, মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তাকে আমাদের পরিবারের পক্ষ থেকে মামলার অগ্রগতির জন্য সার্বিক সহযোগিতা করা হলেও পুলিশ বিষয়টি সঠিকভাবে আমলে না নেওয়ার ফলে মামলার মোটিভ একেক সময় একেক দিকে মোড় নিচ্ছে। যে কারণে কারিশমার হত্যাকারীরা ধরা ছোয়ার বাইরে থেকে যাচ্ছে। তাই মামলাটি সিআইডিতে হস্তান্তরের জন্য প্রশাসনের উর্দ্ধোতন কর্তৃপক্ষের আশু হস্তক্ষেপ কামনা করছি।

এব্যাপারে মামলার বর্তমান তদন্তকারী কর্মকর্তা ওসি অপারেশন আবুল খায়ের শেখ বলেন, এটি একটি ক্লুলেস হত্যা। ময়নাতদন্তের রিপোর্টে হত্যা প্রমাণিত হয়েছে। ঘটনার সূত্র ধরে প্রথমেই আলামত জব্দ করা হয়েছে। এ বিষয়ে তথ্য প্রযুক্তিসহ বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে এঘটনার রহস্য উদঘাটনে সর্বাত্বক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আশা করি দ্রুতই এ

গাংনীতে জমিতে বিষ প্রয়োগ করে পেঁয়াজ ক্ষেত তছরুপ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার হোগল বাড়িয়া গ্রামে সাদেক আলী নামের এক পেঁয়াজ চাষীর জমিতে বিষ প্রয়োগ করে পেঁয়াজ তছরুপের ঘটনা ঘটেছে। পুর্বশত্রুতার জের ধরে কয়েকদিন আগে রাতের কোনো এক সময় পেঁয়াজের জমিতে বিষ প্রয়োগ করে দুর্বৃত্তরা। সকালে সুর্য ওঠার সাথে সাথে এক বিঘা জমির পেঁয়াজ গাছ শুকিয়ে যেতে শুরু করে। এবিষয়ে পেঁয়াজ চাষী সাদেক আলীর প্রতিপক্ষ একই গ্রামের দিন মহম্মদের ছেলে মতিয়ার রহমান ও রফিকুল ইসলাম,জাহাঙ্গীর আলমের নামে মামলার প্রস্তুতি চলছে।

পেঁয়াজ চাষী সাদেক আলী জানান, স্থানীয় মতিয়ার রহমান দফায় দফায় আমার ফসল নস্ট করে আমাকে আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করছে মতিয়ার ও তার লোকজন। এর আগেও আমার কয়েক বিঘা জমির কচু ও পালংশাক তছরুপ েকেরছে। এবারও আমার এক বিঘা জমির পেঁয়াজে গ্লাইফোসেট নামক বিষ প্রয়োগ করা হয়। জমিতে প্রয়োগকৃত গ্লাইফোসেট এর বোতল পাওয়া গেছে। এবিষয়ে মামলার প্রস্ততুতি নিচ্ছে ক্ষতিগ্রস্থ কৃষক সাদেক আলী।

স্থানীয় মতিয়ার রহমান বলেন, জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধে আমাকে মিথ্যা মামলায় হয়রানী করতে নিজের জমির ফসল নস্ট করা হয়েছে।

গাংনী থানার ওসি মোঃ ওবাইদুর রহমান জানান, জমির ফসলের ওপর শত্রুতার বিষয়টি খুবই ন্যাক্কার জনক। অভিযোগ পেলে তদন্ত পুর্বক ব্যাবস্থা নেয়া হবে।

[redacted]

[redacted]

কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার আরো জানান, আটককৃত ছিনতাইকারীরা প্রাইভেট কারটি ব্যবহার করে বিভিন্ন বাহিনীর পোশাক, বুট, ওয়াকি টকি সেট, অস্ত্র-গুলি ব্যবহার করে গরু ব্যবসায়ী, সাধারণ ব্যবসায়ী ও ভদ্র মহিলাদের টার্গেট করে ডিবি পুলিশ, র্যাব, কখনও গোয়েন্দা সংস্থাসহ অন্যান্য বাহিনীর পরিচয় দিয়ে প্রতারণার মাধ্যমে কুষ্টিয়া যশোর ঝিনাইদহ পাবনা রাজশাহী বগুড়া টাঙ্গাইল ময়মনসিংহ ঢাকা সহ বিভিন্ন জেলায় দীর্ঘদিন ধরে ছিনতাই করে আসছিল। ১৪ টি অপরাধ সংঘটিত হয়ে আসছে। যার মধ্যে ৬ টি অপরাধ সংঘটিত হয়েছে কুষ্টিয়াতে। তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

কুষ্টিয়ায় ডোপ টেস্টে ৮ পুলিশ চাকরিচ্যুত

ডোপ টেস্টে মাদক সেবনের প্রমাণ পাওয়ায় কুষ্টিয়া জেলায় কর্মরত আট পুলিশ সদস্যকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে বলে পুলিশ সুপারের কার্যালয় থেকে জানানো হয়েছে।

তাদের মধ্যে দু’জন উপপরিদর্শক (এসআই), দু’জন সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) এবং বাকিরা কনস্টেবল পর্যায়ের। এ ছাড়া এক সার্জেন্টসহ দু’জনের বিষয়ে তদন্ত অব্যাহত আছে।

জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বর্তমান পুলিশ সুপার এসএম তানভীর আরাফাত পুলিশ সুপার হিসেবে যোগ দেওয়ার পর মাদকের বিষয়ে কঠোর অবস্থান নেন। মাদক ব্যবসায়ী, সেবনকারীদের বিষয়ে যেমন কঠোর ব্যবস্থা নেন, তেমনি পুলিশে কারা কারা মাদক ব্যবসা ও সেবনের সঙ্গে জড়িত তাও খূঁজে বের করা নির্দেশ দেন।

এরপর শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ীদের পাকড়াও করার পাশাপাশি পুলিশেও শুরু হয় শুদ্ধি অভিযান। আইজিপির নির্দেশে পুলিশ সদস্যদের ডোপ টেস্ট করার উদ্যোগ নেন পুলিশ সুপার। তিনি সহেন্দভাজন ও গোয়েন্দা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ২০১৯ সালের মে মাসে প্রথম কয়েকজন পুলিশ সদস্যের ডোপ টেস্ট করানোর নির্দেশ দেন। পরীক্ষায় এসব সদস্যের

নিয়মিত মাদক সেবনের রিপোর্ট আসে।

এরপর গত দেড় বছরে পর্যায়ক্রমে ১১ জনের ডোপ টেস্ট করা হয়। এর মধ্যে ৯ জনই মাদক সেবন করতেন বলে ধরা পড়ে। পরীক্ষায় দু’জন এসআই, দু’জন এএসআই মাদক সেবনে জড়িত বলে জানা যায়। এ ছাড়া এক এসআইর কাছে মাদক পাওয়া যায়। যাদের মধ্যে একজন ট্রাফিক সার্জেন্ট রয়েছেন। মাদক সেবনকারী এসব পুলিশ সদস্য বিভিন্ন থানা ও ক্যাম্পে কর্মরত ছিলেন।

মাদকের বিষয়টি ধরা পড়ায় বিভাগীয় মামলার পাশাপাশি প্রথম দিকে অন্য জেলায় বদলি করা হয় তাদের। এর মধ্যে এক এসআইকে রাঙামাটিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আর ওই সার্জেন্টকে কুষ্টিয়া পুলিশ লাইনে সংযুক্ত রাখা হয়েছে। মাদক সেবনের বিষয়টি ধরা পড়ার পর অন্য সবাইকে বিভিন্ন জেলায় বদলি করা হয়। তদন্তে প্রমাণিত হওয়ার পর তাদের আটজনকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে।

পুলিশ সুপার এসএম তানভীর আরাফাত বলেন, মাদকের সঙ্গে কোনো আপস নয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও আইজিপিও মাদকের সঙ্গে জড়িত পুলিশ সদস্যদের বিষয়ে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তাই শুদ্ধি অভিযান চলছে। আমরা কুষ্টিয়া থেকে মাদক নির্মূলের পাশাপাশি পুলিশ থেকেও চিরতরে মাদকাসক্তদের বাড়িতে পাঠাতে চাই। কোনো মাদক সেবনকারীর পুলিশে চাকরি করার অধিকার নেই।

কুষ্টিয়ায় অন্তঃসত্ত্বা স্কুলছাত্রীর আত্মহত্যা!

‘আমার পেটে জীবনের বাচ্চা। আমিতো বেঁচে থাকতে ওর বিচার করতে পারলাম না। মরার পরে যেন কঠোর বিচার হয়” মৃত্যুর আগে এভাবে আবেগঘন সুইসাইড নোট লিখে দুই মাসের অন্তঃস্বত্তা এক স্কুলছাত্রী আত্মহত্যা করেছে। সোমবার সকাল ৭ টার দিকে কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার বাগুলাট ইউনিয়ের চর নিতাইল পাড়ার পূর্ব পাড়াতে এ ঘটনা ঘটে।

পাঠিয়েছে। এদিকে ঘটনার পর থেকেই জীবনসহ তার পরিবারের সকল সদস্য পলাতক রয়েছে।

জীবননগরে জমি নিয়ে সংঘর্ষে ৬ জন আহত

জীবননগরে জমি নিয়ে বিরোধে কলেজছাত্রীসহ দুই পরিবারের ৬ জন গুরুতর আহত হয়েছে। গতকাল রবিবার দুপুর ১ টার সময় জীবননগর উপজেলার সীমান্ত ইউনিয়নের বেনীপুরে এ ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, বেনীপুর গ্রামের হাফিজুল এবং খোকনের সাথে জমি নিয়ে দীর্ঘদিন বিরোধ চলছে। এই বিরোধকে কেন্দ্র করে দুই পরিবারের সদস্যদের মধ্যে হাতা-হাতি হয় । এক পর্যায়ে হাফিজুর খোকনের কলেজ পড়ুয়া মেয়েকে মারধর করে এবং জোরপূর্বক হাতে কামড়ে দেয়।

খোকন প্রতিবাদ করলে দুই পরিবারের মধ্যে শুরু হয় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ, যাতে গুরুতর আহত হয় খোকন, খোকনের ছেলে আবির, হাফিজুল, রেকসোনা ও হাজেরা । এ সময় স্থানীয় জনগণ তাদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন ।

আহত খোকন অভিযোগ করে বলেন, হাফিজুর ভারত থেকে তারকাটা কেটে গরু নিয়ে আসতো। সে প্রায় রাতে আমাদের জমিতে গরু এনে বেঁধে রাখতো । আমি নিষেধ করায় আমাকে না পেয়ে সে আমার মেয়েকে মারধর করে । আমরা প্রতিবাদ করায় আমার ছেলেকেও মারধর করে ।

আহত হাফিজুর বলেন, আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করেছে তা সঠিক না। তারা আমাকে এবং আমার বোনদের মেরে রক্তাক্ত করেছে।

জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডাঃ মাহমুদ বিন হেদায়েত সেতু বলেন, দুই পক্ষের সবাই হাসপাতালে রক্তাক্ত অবস্থায় আসলে তাদের সবার চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে, সবাই আশঙ্কা মুক্ত।

জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন,

বেনীপুর গ্রামে জমি বিরোধকে কেন্দ্র করে মারামারির ঘটনায় দুই পক্ষ থানায় অভিযোগ করেছে । বিষয়টি তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।

ঝিনাইদহে আন্তঃউপজেলা ভলিবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

ঝিনাইদহে মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে জেলা প্রশাসন ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার আয়োজনে আন্তঃউপজেলা ভলিবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন হয়েছে ।

গতকাল রবিবার বিকেলে শহরের বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান স্টেডিয়ামে এ টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন মুক্তিযুদ্ধকালীন ঝিনাইদহের এসডিপিও বীর বিক্রম মাহবুব উদ্দিন আহমেদ।

জেলা প্রশাসক সরোজ কুমার নাথ এর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও শৈলকুপা-১ আসনের সংসদ সদস্য আব্দুল হাই, সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য খালেদা খানম, যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশী রাষ্ট্রদূত এম শহীদুল ইসলাম, পুলিশ সুপার মুনতাসিরুল ইসলাম,

জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও পৌরসভার মেয়র আলহাজ সাইদুল করিম মিন্টু, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) আরিফ-উজ-জামান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) সেলিম রেজা, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বদরুদ্দোজা শুভ, সরকারি কমিশনার (ভূমি) খান মোঃ আব্দুল্লা আল মামুন, জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এম হাকিম বিশ্বাস, সদর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রাশিদুর রহমান রাসেল, জিপি এ্যাড. বিকাশ কুমার ঘোষ।

উদ্বোধনী খেলায় মুখোমুখি হয় ঝিনাইদহ সদর ও শৈলকুপা উপজেলা দল । এ টুর্নামেন্ট চলবে আগামী ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এতে জেলার ৬ উপজেলার ভলিবল দল অংশগ্রহণ করবে।

ঝিনাইদহে প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি ও এমপিও ভুক্তির দাবিতে মানববন্ধন

ঝিনাইদহে প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় স্বীকৃতি ও এমপিও ভুক্তিসহ ১১ দফা দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

গতকাল রবিবার সকালে শহরের পায়রা চত্ত্বরে বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যপরিষদ ঝিনাইদহ জেলা শাখা এ আয়োজন করে।

এ সময় বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যপরিষদ ঝিনাইদহ জেলা শাখার সভাপতি আব্দুস সামাদ শফি, সাধারণ সম্পাদক আসাদুর রহমান, সহ-সভাপতি গিয়াস উদ্দিন, ফারহানা মুর্শিদা, সহ-সাধারণ সম্পাদক মানিক মিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক আসলাম উদ্দিন, অর্থ-সম্পাদক নার্গিস আক্তার, প্রচার সম্পাদক সালমা খাতুন, সদস্য কবির উদ্দিন, তোফাজ্জেল হোসেন, রেশমা রহমান, রিজভী আহমেদ ও আব্দুল হান্নান।

বক্তারা, প্রতিবন্ধীতা সম্পর্কিত সম্মিলিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা অনুযায়ী বিদ্যালয় সমূহের স্বীকৃতি ও এমপিও প্রদান, স্বীকৃতির তারিখ হতে শতভাগ বেতন ভাতা ও সকল সুবিধা প্রদান নিশ্চিত, সকল বিদ্যালয়ের প্রতিবন্ধী ছাত্র/ছাত্রীদের শতভাগ উপবৃত্তি প্রদান, সকল বিদ্যালয়ের প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের শিক্ষা কারিকুলাম অনুযায়ী বিনামূল্যে পাঠ্য পুস্তক বিতরণ নিশ্চিত করা সহ ১১ দফা দাবি বাস্তবায়নের জন্য সরকারের কাছে জোর দাবি জানান।

পরে নেতৃবৃন্দ জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্বারকলিপি পেশ করেন। মানববন্ধনে ঝিনাইদহ জেলার ৬ উপজেলার সকল শিক্ষক কর্মচারীরা অংশ নেয়।

ঝিনাইদহে বীর বিক্রম মাহবুব উদ্দিন’র নামে সড়ক উদ্বোধন

ঝিনাইদহের সাবেক এসডিপিও বীর বিক্রম মাহবুব উদ্দিন আহমেদ’র নামে ঝিনাইদহে সড়ক উদ্বোধন ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল রবিবার সকালে ঝিনাইদহ পৌরসভার আয়োজনে মাহবুব উদ্দিন আহমেদ (বীর বিক্রম) এই নাম ফলকে সড়ক উদ্বোধন শেষে শহরের (গিলাবাড়ীয়া) আয়েশা কনভেনশন সেন্টারে এক মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

পৌর মেয়র ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টুর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে স্মৃতিচারণ মূলক বক্তব্য রাখেন ১৯৭১ সালে যুদ্ধকালীন ঝিনাইদহ মহাকুমার এসডিপিও বীর বিক্রম মাহবুব উদ্দিন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা প্রশাসক সরোজ কুমার নাথ, পুলিশ সুপার মুনতাসিরুল ইসলাম, সাবেক জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মকবুল হোসেন, কেসি কলেজের অধ্যক্ষ বি এম রেজাউল করিম, আইনজীবী সমিতির সভাপতি খান আক্তারুজ্জামান, পিপি ইসমাইল হোসেন ।

এছাড়াও স্মৃতিচারণ করেন তৎকালীন রণাঙ্গনের বীর মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ার রহমান মন্টু, গোলাম মোস্তফা, মাসুদ আহমোদ সঞ্জু, নায়েব আলী সর্দার, নাসির উদ্দীন, আব্দুস সামাদ প্রমুখ।

মুক্তিযোদ্ধা কামাল হোসেন এর সঞ্চালনায় সভায় বক্তারা ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করেন এবং বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় যুবসমাজকে কাজ করে যাওয়ার আহবান ব্যক্ত করেন।

মেহেরপুরে শুরু হয়েছে মশক নিধন অভিযান

মুজিববর্ষ উপলক্ষে ডেঙ্গু সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে মেহেরপুরে শুরু হয়েছে মশক নিধন ও পরিষ্কার পরিচ্ছনতা অভিযান।

রবিবার বিকাল সাড়ে তিনটার দিকে শহরের কোর্ট এলাকা থেকে কাথুলী বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত মশা নিধনের ওষুধ স্প্রে করা হয়। শহরে প্রায় দেড় কিলোমিটার মশক নিধনের ওষুধ স্প্রে করা হয়।

এ সময় শহরের প্রধান প্রধান সড়কসহ প্রতিটি পাড়া মহল্লায় এ ওষুধ স্প্রে করা হবে বলে জানান পৌর মেয়র।

পৌর মেয়র বলেন, কোনভাবেই যাতে এডিস মশা এ এলাকায় বংশ বিস্তার করতে না পারে সে লক্ষে আমাদের সজাগ থাকতে হবে। এছাড়াও প্রতিটি পাড়া মহল্লায় বাড়ির আঙ্গিনা পরিষ্কারের জন্য সাধারণ মানুষকে সচেতন করার লক্ষে বিভিন্ন্ন কর্মসূচি হাতে নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি।

পরে পৌর কর্মচারী জয়নালসহ ২জনে ফগার মেশিন দিয়ে মশা নিধনের ঔষুধ স্প্রে করে। এসময় পৌর কাউন্সিলর আব্দুল্লাহ আল মামুন, বাপ্পি, ইভানসহ কাউন্সিলরগণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন।